”নিশ্চয়ই পলায়নপর বন্য জন্তুদের মতো এ সকল চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে কতক পলায়নপর হয়ে থাকে। কাজেই যদি এসব জন্তুর কোনটা তোমাদের উপর প্রবল হয়ে উঠে তবে তার সাথে এরূপ করবে”

রাফি‘ ইবনু খাদীজ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে যুল-হুলায়ফাতে ছিলাম। সাহাবীগণ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েন, তারা কিছু উট ও বকরী পেলেন। রাফি‘ বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দলের পিছনে ছিলেন। তারা তাড়াহুড়া করে গনীমতের মাল বণ্টনের পূর্বে সেগুলোকে যবেহ করে পাত্রে চড়িয়ে দিলেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নির্দেশে পাত্র উলটিয়ে ফেলা হল। তারপর তিনি (গনীমতের মাল) বণ্টন শুরু করলেন। তিনি একটি উটের সমান দশটি বকরী নির্ধারণ করেন। হঠাৎ একটি উট পালিয়ে গেল। সাহাবীগণ উটকে ধরার জন্য ছুটলেন, কিন্তু উটটি তাঁদেরকে ক্লান্ত করে ছাড়ল। সে সময় তাঁদের নিকট অল্প সংখ্যক ঘোড়া ছিল। অবশেষে তাঁদের মধ্যে একজন সেটির প্রতি তীর ছুড়লেন। তখন আল্লাহ উটকে থামিয়ে দিলেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ”নিশ্চয়ই পলায়নপর বন্য জন্তুদের মতো এ সকল চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে কতক পলায়নপর হয়ে থাকে। কাজেই যদি এসব জন্তুর কোনটা তোমাদের উপর প্রবল হয়ে উঠে তবে তার সাথে এরূপ করবে”। তখন রাফি‘ বললেন, আমরা আশঙ্কা করছি যে, কাল শত্রুর সাথে মুকাবিলা হবে। আর আমাদের নিকট কোন ছুরি নেই। তাই আমরা ধারালো বাঁশ দিয়ে যবেহ করতে পারব কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
“যে বস্তু রক্ত প্রবাহিত করে এবং যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়, সেটা তোমরা আহার করতে পার। কিন্তু দাঁত বা নখ দিয়ে যেন যবেহ না করা হয়। আমি তোমাদেরকে এর কারণ বলে দিচ্ছি। দাঁত তো হাড় আর নখ হলো হাবশীদের ছুরি”। [সহীহ] [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

রাফি’ ইবনু খাদিজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, তারা যুল-হুলাইফায় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন। লোকেরা ক্ষুধার্ত ছিল। তারা মুশরিকদের কাছ থেকে উট এবং ভেড়া গনিমত হিসাবে লাভ করেছিল, তাই তারা গনীমতের মাল বণ্টনের আগে তাড়াহুড়ো করে ফেলেছিল। তাই তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অনুমতি না নিয়েই কিছু জবাই করে পাত্রে বসিয়ে দিয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের পিছনে চলতেছিলেন, যখন তিনি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানলেন, তখন তিনি পাত্রগুলো ঝোলসহ উল্টে দিতে নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি তাদের মধ্যে গনীমতের মাল ভাগ করে দিলেন, এক উটের মোকাবেলায় দশটি ভেড়া নির্ধারণ করতেন। ইত্যবসরে একটি উট পালিয়ে গেল, কিন্তু তারা তা ধরতে ও আয়ত্তে আনতে পারেনি। তখন ঘোড়ার সংখ্যা কম ছিল। তাদের মধ্যে একজন একটি তীর তাকে ছুঁড়ে মারে এবং আল্লাহ তা তাদের জন্য আটকে রাখেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: এই গৃহপালিত প্রাণীদের প্রকৃতি বন্য প্রাণীর মতোই, তাই যদি তাদের কেউ তোমার উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং তোমরা তাকে ধরতে না পারো, তাহলে তার সাথেও একই আচরণ করো। রাফি বললেন: আমরা আশা করি আগামীকাল শত্রুর মুখোমুখি হব, কিন্তু আমরা আশঙ্কা করছি যে আমাদের অস্ত্রের ধার ক্ষতিগ্রস্ত হবে যদি তা দিয়ে জবাই করি, অথচ আমাদের জবাই করা খুব প্রয়োজন এবং আমাদের কাছে এর জন্য ছুরি নেই, তাহলে কি আমরা ফাঁপা

নল দিয়ে জবাই করব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যার ফলে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং প্রচুর রক্তপাত হয় এবং যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়, তা খাও, দাঁত এবং নখ ছাড়া। আমি তোমাদের সে সম্পর্কে বলব: দাঁতের কথা বলতে গেলে, এটি একটি হাড় এবং নখের কথা বলতে গেলে, কাফের হাবশীরা এটি ব্যবহার করে।"

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/2984